মেহেরপুরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি, যুবককে গণধোলাই

মেহেরপুর শহরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করায় হাফিজুল ইসলাম (৩৫) নামের এক রিকশাচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে জনতা।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই ঘটনা ঘটে। হাফিজুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং বাবলুর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ইসলাম, মুসলিম, ঈমান ও ফিলিস্তিন বিষয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন চলছিল। এ মানববন্ধনটি মেহেরপুরের আলোচিত নাস্তিক চঞ্চল আহমেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজন করে জেলা তৌহিদী জনতা।

মানববন্ধন চলাকালীন হাফিজুল রিকশা চালিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করলে উপস্থিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে তাকে সদর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবাহ উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের চঞ্চল আহমেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে ইসলাম, ধর্ম ও ফিলিস্তিন নিয়ে কটূক্তি করেন। তারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মিনারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় তৌহিদী জনতা।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ঘোষিত ‘দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপস ফর গাজা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৭ মার্চ) সকাল এগারোটায় কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে গাজার পক্ষে এ বিক্ষোভ শুরু করেন জনগণ।

এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসে। পরে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুষ্টিয়া খুলনা-মহাসড়কের চৌড়হাস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব আহমদ আলী, সাধারণ সম্পাদক জি এম তাওহীদ আনোয়ার,মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামীম আরিফুজ্জামান প্রমুখ।

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা- কর্মচারীরাও সংহতি জানাচ্ছেন ‘দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপস ফর গাজা’ কর্মসূচিতে।

বিক্ষোভকারীরা প্ল্যাকার্ড, ব্যানার হাতে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’, ‘স্টপ কিলিং ইন গাজা’সহ নানা স্লোগান দেন। শান্তিপূর্ণ এ কর্মসূচি চলাকালীন সড়কে যান চলাচলে সাময়িক কিছুটা সমস্যা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

বিক্ষোভে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন শিক্ষার্থীরাও। এর মধ্যে একটি মিছিলে অংশ নেওয়া হাসান টুটুল বলেন, দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপস ফর গাজা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা আজ রাস্তায় নেমেছি। গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী যেভাবে সাধারণ মানুষের ওপর নৃশংস হামলা চালাচ্ছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি আরও বলেন, শিশু, নারী ও নিরীহ মানুষদের ওপর ইসরায়েলি হামলা

আজ মানবতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। অথচ বিশ্ব আজ নিশ্চুপ। কোথায় গেল সেই মানবতা, কোথায় গেল নৈতিকতা?

নাগরিক পার্টির তালহা বলেন, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী গাজায় নির্মমভাবে মানুষকে হত্যা করছে। তাদের এই হত্যাযজ্ঞ দেখে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত। তারা চান দ্রুত যেন বিশ্ববাসী এ গণহত্যা বন্ধ করে।

কর্মসূচি পালনকালে ‘ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সী, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি’, ‘ইস্ট টু ওয়েস্ট, নো ফ্লো টু জায়নিস্ট’, ‘মেঘনা টু জেরুজালেম, ইনসাফ ইনসাফ’, ‘শেম শেম জায়নিস্ট, মেক ফ্রি প্যালেস্টাইন’, ‘ফিলিস্তিন মুক্তি পাক, ইসরায়েল নিপাত যাক’; ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, আল আকসা জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা।

মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামীম আরিফুজ্জামান বলেন, গাজায় নিরীহ শিশু, নারী এবং সাধারণ মানুষের ওপর যে নৃশংসতা চালানো হচ্ছে তা শুধু একটি রাজনৈতিক সংকট নয়, এটি একটি চরম মানবিক ও নৈতিক সংকট। এমনকি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, মানবিক করিডোরে হামলা এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো ধ্বংসের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সভ্যতার চরম অবক্ষয়। আমরা বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান অমানবিক সহিংসতা, নির্বিচারে হত্যা, বোমাবর্ষণ, রাসায়নিক হামলা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, সংগঠিত হতে এবং কার্যকর অবস্থান নিতে সর্বদা নৈতিকভাবে একতাবদ্ধ। শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোই যথেষ্ট নয়, এখন সময় এসেছে রাস্তায় দাঁড়ানোর, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মানবতার পক্ষে আওয়াজ তোলার। ‘গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা’র অংশ হিসেবে আমরা আজ বিশ্বের অন্যান্য সচেতন মানুষের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি।

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা ও নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৭ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার সামনে সাধারণ জনগণের আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন আসিফ নাজ সুলতান।

বক্তারা বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পবিত্র রমজান মাসেও ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী হামলা চালিয়ে শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। বিশ্ব মানবতার এই সংকটময় সময়ে আমাদের সবাইকে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের দায়ে নেতানিয়াহু সরকার ও ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনতে হবে।

তারা আরও বলেন, গাজায় শুধু মুসলমানরা নয়, বরং গোটা বিশ্ব মানবতাই আক্রান্ত হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে অবৈধ দখলদার ইসরায়েল স্বাধীন ফিলিস্তিনের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেনি, বরং পুরো গাজা উপত্যকা দখলের ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বনেতাদের অবশ্যই এই ন্যাক্কারজনক হামলা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক সংগঠন ধ্রুবতারা ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ফয়সাল হোসেন, ইশতিয়াক উদ্দিন অর্ণব, রোকন খন্দকার, সুরুজ, জাহিদ, রাহিদুজ্জামান, রজনী, সাদিয়া এবং অন্যান্য সাধারণ জনগণ।

ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে ‘গাংনী উপজেলা ছাত্র সমাজ পরিবার’-এর ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বোরহান, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন, স্থানীয় সমাজসেবক বশির আহমেদ এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক আমির হামজা ও আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, গাজায় গণহত্যা চলমান থাকলেও বিশ্ব বিবেক আজ নিরব। মানবাধিকার কোথায়? আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একজন মুসলিম হিসেবে লজ্জা লাগে যে, আমরা এখনও এই অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে পারিনি।

তারা ইসরায়েলের সব ধরণের পণ্য বর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও মেহেরপুর শহর ও মুজিবনগরেও পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার করতে হবে-রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে।

আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পেয়েছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলোতে এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে আছে। তাই, দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের কথা একবারও বলেনি। বিদেশি মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু ২৪ এর জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা কোনো ভাবেই আওয়ামী লীগ কে নির্বাচন করতে দেবো না। গণহত্যাকারী, দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর জায়গা দেয়া হবে না। ২৪ বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে।

আওয়ামী শাসনামলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাসিনা ধ্বংস করে দিয়েছে। শেখ মুজিব ৭২ এ বাকশাল কায়েম করে গণহত্যা চালিয়েছিল। হাসিনাও তার বাবার মতো একই ভাবে গণহত্যা চালিয়ে ছাত্র-জনতাকে শহিদ করেছে। কাজেই, গণহত্যাকারী হাসিনার ফাঁসি দিতেই হবে। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের

জিরো টলারেন্স নীতি।

আওয়ামী দোসরদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ডামি এমপিরা এখন নানা জায়গায় অর্থ বিলিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক নেতা মঞ্চে বড় বড় কথা বললেও তলে তলে আওয়ামী ডামি এমপিদের অর্থ নিয়ে তৃণমূলের গিয়ে রাজনীতি করছে। ডামি এমপি ও আওয়ামী দোসরদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।

গাংনীতে পার্কে ঘোরানোর নাম করে নাতনিকে ধর্ষণের চেষ্টা, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

ঈদে পার্কে ঘুরাতে যাওয়ার নাম করে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধে আসাদুজ্জামান নামের এক রাজমিস্ত্রিকে জনতা আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে দিয়েছেন। এঘটনায় ভিকটিমকে উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের হুরমত তলার মাঠে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান পিরতলা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে। সে তার নানার বাড়ি একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। ভিকটিম ওই ছাত্রীটি আসাদুজ্জামানের মেয়ে লিজার আপন জা’র মেয়ে।

আসাদুলের মেয়ে লিজা খাতুন জানান, আমার বিয়ে হয়েছে গাংনী উপজেলার খাস মথুরাপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়াতে। ঈদ উপলক্ষে আমি ও আমার জা’র মেয়ে (ভিকটিম) বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আমার বাবা তাকে পার্কে ঘোরানোর জন্য মোটরসাইকেলে করে নিয়ে যায়। পরে লোকজনের কাছ থেকে শুনছি আমার বাবা মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি সত্যি হলে বাবার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নাতি সম্পর্কের ভিকটিমকে পার্কে ঘোরানোর নাম করে নানা আসাদুল সন্ধ্যার পরপরই গ্রামের পাশেই হুরমত তলার মাঠ নামক স্থানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। ভিকটিম এসময় কৌশলে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে জানায়।

এসময় লোকজন অভিযুক্ত আসাদুল ইসলামকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে জনতার রোশ থেকে উদ্ধার করে থানায় নেন। পরে ভিকটিমকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজের দোষ স্বীকার করেছে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

এদিকে ঘটনার পরপরই মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম গাংনী থানায় এসে ভিকটিমের সাথে কথা বলেন। এছাড়া অভিযুক্তকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম জানান, এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভিকটিমের সাথে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তকেও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে সমন্বয়কের কু-

রুচিপূর্ণ ভিডিও ভাইরালের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলার সদস্য সচিব ও মুখপাত্রের কু-রুচিপূর্ণ ভিডিও ভাইরালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের কু-রুচিপূর্ণ ভিডিও গত ২৪ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। কিন্তু ভিডিওতে শুধু তাদের দু’জন ছবি রয়েছে কিন্তু সেখানে আরো ৫ জন ছিলো। অথচ সেই ভিডিও কাটিং করে একটি কুচক্রি মহল তাদের চরিত্র হরনের পয়তারা করছে।

তারা এ ধরনের কু-রুচিপূর্ন কাজের সাথে জড়িত নয়। এমন মিথ্যা বানোয়াট ভিডিও অপপ্রচারকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানানো হয়।

এ ঘটনার পর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের দুজনের পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। সেই সাথে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সেসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তারেক রেজা, মূখ্য সংগঠক সাজেদুর রহমান, জেলা আহবায়ক আবু হুরায়রাহ, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, মুখপাত্র এলমাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের নেতা-নেত্রীর ভিডিও ভাইরাল, সমালেচনার ঝড়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও মুখপাত্র এলমা খাতুনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) রাতে ইয়াসির আরাফাত নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি পোস্ট করা হয়।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ব্যাগ হাতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র এলমা খাতুন একটি কক্ষে প্রবেশ করছেন।

এরপর তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি রেখে পাশে থাকা খাটের ওপর অবস্থান নেন তিনি। ওই খাটে তার পাশে শুয়ে ছিলেন জেলার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান। এরপর সাইদুর একটি কম্বল নিজের শরীরের ওপর বিছিয়ে দেন আর মুখপাত্র এলমা খাতুন মোবাইল টিপতে থাকেন। পরে একটি মদ ভর্তি বোতল হাতে নেন এলমা খাতুন। আরেকটি হাতে কয়েকটি ওয়ান টাইমের গ্লাস দেখা গেছে।

জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ‘ভিডিওর বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি গ্রামে রয়েছি আমার মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সেজন্য ভিডিওটি দেখতে পারছি না। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

এ বিষয়ে জানতে জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরাইরার ব্যবহৃত মোবাইলে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সমেন বলেন, ‘শুনেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্য কাজ করছে। এখন দেখছি তারা নিজেরাই অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত। এটা ছাত্র সমাজের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।’

সুজনের জেলা কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু বলেন, ‘যদি এই ভিডিওটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তারা সমাজের জন্য ভালো বার্তা বয়ে আনবে না।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ততকালীন কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটির অনুমোদন করেন। ছয় মাসের জন্য এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটিতে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু হুরাইরাকে আহবায়ক ও কেসি কলেজের শিক্ষার্থী সাইদুর রহমানকে সদস্য সচিব ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সাজেদুর রহমানকে মুখ্য সংগঠক এবং ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী এলমা খাতুনকে মুখপাত্র করা হয়।

ঝিনাইদহে বাস চাপায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস চাপায় খোকন তরফদার (৫৫) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার তালেশ্বর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত খোকন তরফদার উপজেলার শাহাপুর ঘিঘাটি গ্রামের বাহার আলী তারফদারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, খোকন তরফদার বাইসাইকেল যোগে বাড়ি থেকে তালেশ্বর বাজারের দিকে আসছিলেন। পথিমধ্যে কোটচাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা মামুন পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ ময়না তদন্ত ছাড়ায় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি আফজাল হোসেনকে ঢাকা ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি আফজাল হোসেনকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) মতিঝিল জোনের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে, ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার মতিঝিল জোনের একটি টিম উপপরিদর্শক ফেরদৌস হোসেনের নেতৃত্বে তাকে গ্রহণ করে। পরে পল্টন থানায় দায়ের করা হত্যা ও বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

হস্তান্তরের সময় মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দীনসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম সন্ধ্যায় জানান, “ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) রিকুইজিশনের ভিত্তিতে সাবেক এমপি আফজাল হোসেনকে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।”

ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার মতিঝিল জোনের এসআই ফেরদৌস হোসেন জানান, পল্টন থানায় দায়েরকৃত বিস্ফোরক ও হত্যা মামলা (মামলা নং ২৫, তারিখ ১৪/০৯/২৫) এর ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থানার ওসি মো. মুরাদ হোসেন জানান, “বাজিতপুর থানায় সাবেক এমপি আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলাসহ অন্তত সাতটি মামলা রয়েছে। বেশিরভাগ মামলাই গত বছরের ৪ আগস্ট বাজিতপুর উপজেলা সদরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সশস্ত্র হামলার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা হয়।”

এছাড়া, কিশোরগঞ্জ সদর থানায় গত আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হতাহতের ঘটনায় আফজাল হোসেনসহ অন্যদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা হয়।

উল্লেখ্য, সাবেক এমপি আফজাল হোসেনকে গতকাল সোমবার ভোররাতে মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক পাড়া থেকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর

সদর থানা পুলিশ। তিনি মুজিবনগরের সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।